বিভিন্ন ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখুন – আমরা উত্তর দেব

বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৫ × বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই ২০১৯

বিভিন্ন ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ

সূত্র: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে মে ২০১৯ পর্যন্ত অ্যাকশন এগেইন্সট হাঙ্গার, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, আই.ও.এম, ডি.আর.সি এবং হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা সংগৃহীত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামতের তথ্য, যাতে মোট ৫৩,৮০২টি ডেটা পয়েন্ট রয়েছে। বিশ্লেষণে ইন্টারনিউজ কমিউনিটির সংবাদদাতাদের সংগ্রহ করা এবং বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের এপ্রিল ২০১৮ এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে ক্যাম্প ১, ২, ৩, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ২৩ এবং ২৪ এ আয়োজিত ফোকাস দলে আলোচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য রয়েছে

২২টি ক্যাম্প থেকে ১৮ মাস ধরে সংগ্রহ করা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত থেকে জানা যায় যে রোহিঙ্গা জনগণ যে প্রধান সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন তা তারা কোথায় বসবাস করছেন তার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যে ২২টি ক্যাম্পের তথ্য রয়েছে তার মধ্যে ১৭টি ক্যাম্পের প্রধান সমস্যা মূলত রান্না করা এবং খাবার ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পাওয়া সম্পর্কিত। বেশিরভাগ ক্যাম্পে অন্যান্য যে সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হল শেল্টার, টয়লেট এবং পরিচ্ছন্নতা। ক্যাম্প ১৫ (জামতলী) একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে অন্যান্য সমস্যার তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে নিরাপত্তা এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদপ্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ত্রাণ সংক্রান্ত সমস্যা

ত্রাণ সংক্রান্ত আশঙ্কাগুলোর মধ্যে প্রধানত খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্র (এন.এফ.আই) পাওয়ার সমস্যা, ত্রাণের কার্ড এবং টোকেন সংক্রান্ত সমস্যা এবং অপর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার সমস্যাগুলো উত্থাপন করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা জনগণ ত্রাণ সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো জানিয়েছেন তার মধ্যে বেশিরভাগই এন.এফ.আই পাওয়া সংক্রান্ত, যদিও অন্যান্য এলাকার তুলনায় ক্যাম্প ৫ এবং ১২ তে এই সমস্যা অনেক কম। মানুষ প্রধানত যে এন.এফ.আই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন সেগুলো হল শেল্টার কিট, রান্নার কিট এবং হাইজিন কিট। এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ঘর আবার নতুন করে তৈরি করা বা মজবুত করার জন্য বাঁশ, ত্রিপল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন।

মানুষ ত্রাণ সংগ্রহের জন্য যে বিভিন্ন ধরণের কার্ড যেমন ডব্লিউ.এফ.পি কার্ড, মোহা কার্ড, স্কোপ কার্ড এবং এফ.সি.এন (পরিবার গণনা সংখ্যা) কার্ড ব্যবহার করেন সেগুলো সম্পর্কেও সমস্যার কথা জানিয়েছেন। প্রধানত কার্ড হারিয়ে যাওয়া, নতুন বিবরণ/আঙুলের ছাপ দিয়ে কার্ড আপডেট করা, ভুলবশত কার্ড বদলাবদলি হয়ে যাওয়া এবং অন্য মানুষদের সেই কার্ড ব্যবহার করা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্পে এই সমস্যার পরিমাণে লক্ষণীয় তারতম্য রয়েছে – যেমন কিছু এলাকায় (ক্যাম্প ৩, ১০, ২২ এবং ২৫) খুব অল্পসংখ্যক মানুষ কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে অন্যান্য এলাকায় (ক্যাম্প ৫ এবং ১২) এটি মানুষের একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে, যে দুটি ক্যাম্পে (৫ ও ১২) মানুষ সবচেয়ে কম এন.এফ.আই সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছেন সেখানেই ত্রাণের কার্ড সংক্রান্ত অভিযোগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

> “আমাকে একটা কার্ড দেয়া হয়েছিল কিন্তু আমার নামে মাঝি কিট সংগ্রহ করেছে। সে সেটার অর্ধেক নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়েছে।”
>
> – নারী, ক্যাম্প ২৪

কিছু রোহিঙ্গা জনগণ জানিয়েছেন তাদের বাজার করার টোকেন দরকার (মাসিক টপ আপ কার্ড যা কিছু সংস্থা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ক্যাম্পের নির্দিষ্ট দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনার জন্য বিতরণ করেছে।) এটি ৩ নম্বর ক্যাম্পে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং ১৯ নম্বর ক্যাম্পেও এই সমস্যা কিছু পরিমাণে বিদ্যমান। কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে, তারা তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন না।

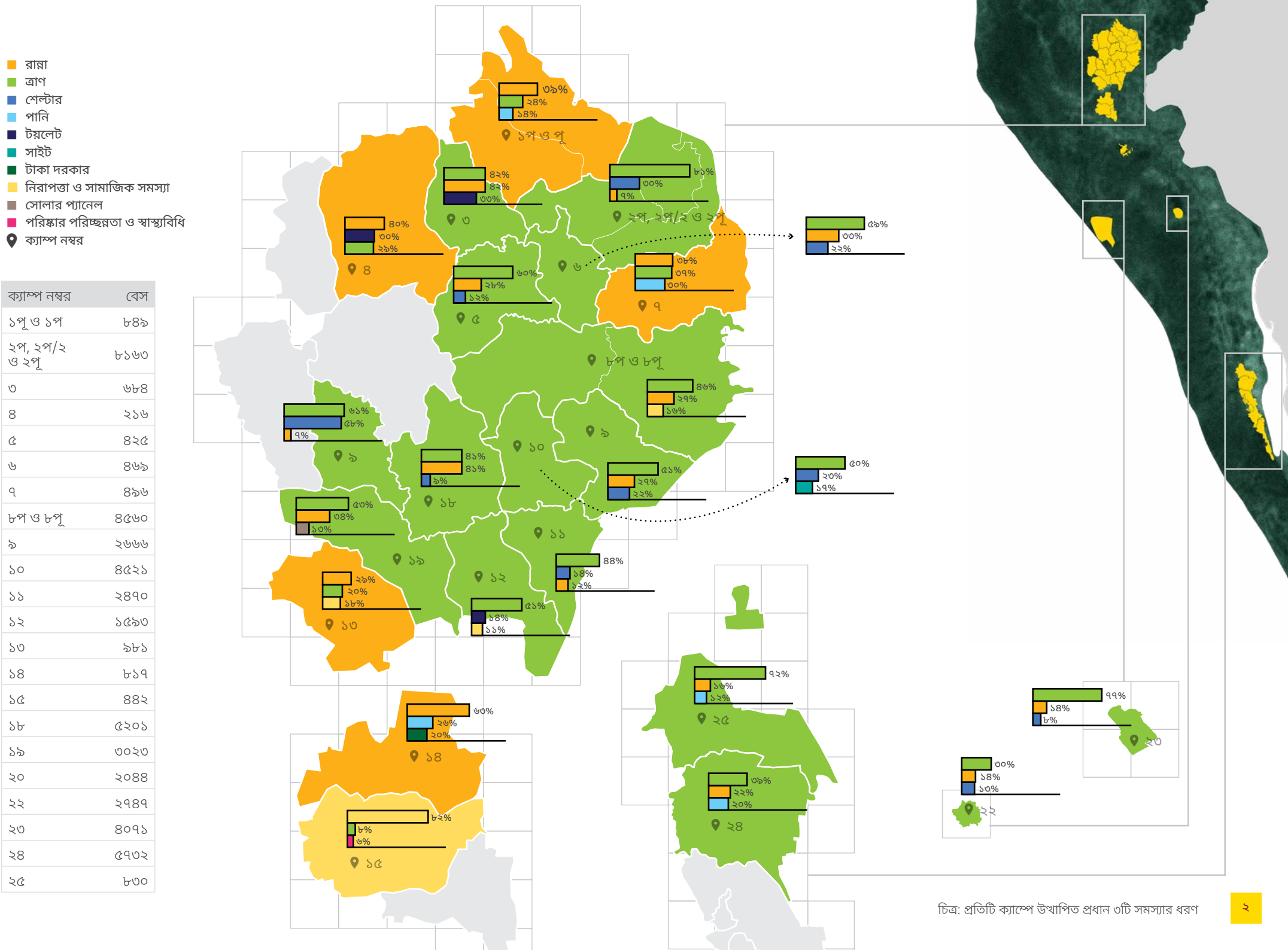

- রান্না
- ত্রাণ
- শেল্টার
- পানি
- টয়লেট
- সাইট
- টাকা দরকার
- নিরাপত্তা ও সামাজিক সমস্যা
- সোলার প্যানেল
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি
- ক্যাম্প নম্বর

ক্যাম্প নম্বর	কেস
১পূ ও ১প	৮৪৯
২প, ২প/২ ও ২পূ	৮১৬৩
৩	৬৮৪
৪	২১৬
৫	৪২৫
৬	৪৬৯
৭	৪৯৬
৮প ও ৮পূ	৪৫৬০
৯	২৬৬৬
১০	৪৫২১
১১	২৪৭০
১২	১৫৯৩
১৩	৯৮১
১৪	৮১৭
১৫	৪৪২
১৮	৫২০১
১৯	৩০২৩
২০	২০৪৪
২২	২৭৪৭
২৩	৪০৭১
২৪	৫৭৩২
২৫	৮৩০

চিত্র: প্রতিটি ক্যাম্পে উত্থাপিত প্রধান ৩টি সমস্যার ধরণ

এই বছরের শুরুর দিকে, ফোকাস দলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে কিছু পরিবার মনে করেন যে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পাচ্ছেন না এবং তাদের মতে বর্তমান পদ্ধতিতে পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা এবং বয়স ন্যায্যভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে তিনজনের পরিবারকে চারজনের পরিবারের অর্ধেক খাবার দেয়া হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের পরিবারকে সেই একই পরিমাণ খাবার দেয়া হয় যা ছোট শিশু রয়েছে এমন পরিবারগুলোকে দেয়া হয়। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় যে এটি এখনো অল্প সংখ্যক কিছু মানুষের জন্য একটি চিন্তার বিষয়, বিশেষত ২২ নম্বর ক্যাম্পে।

রান্না করা সংক্রান্ত সমস্যা

ক্যাম্পে আসার পর থেকে রান্না করা সম্পর্কে উদ্বেগ, বিশেষত জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

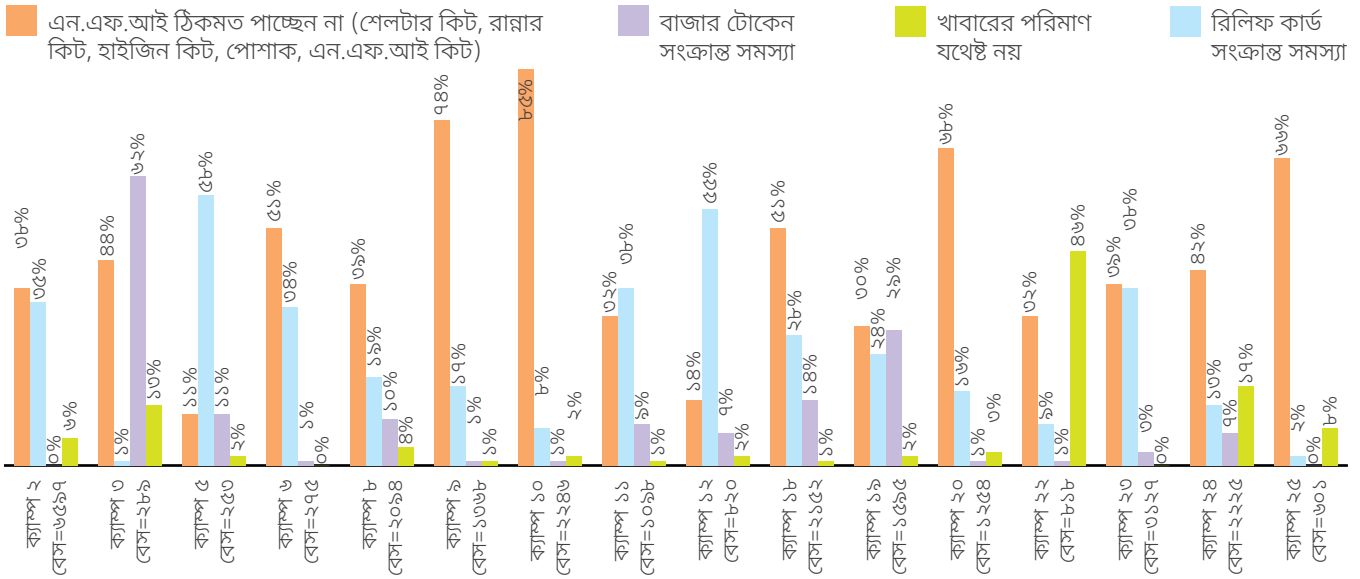

চিত্র: বিভিন্ন ক্যাম্পে সম্প্রদায়ের মতামতে উত্থাপিত ত্রাণ সংক্রান্ত সমস্যার বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন)

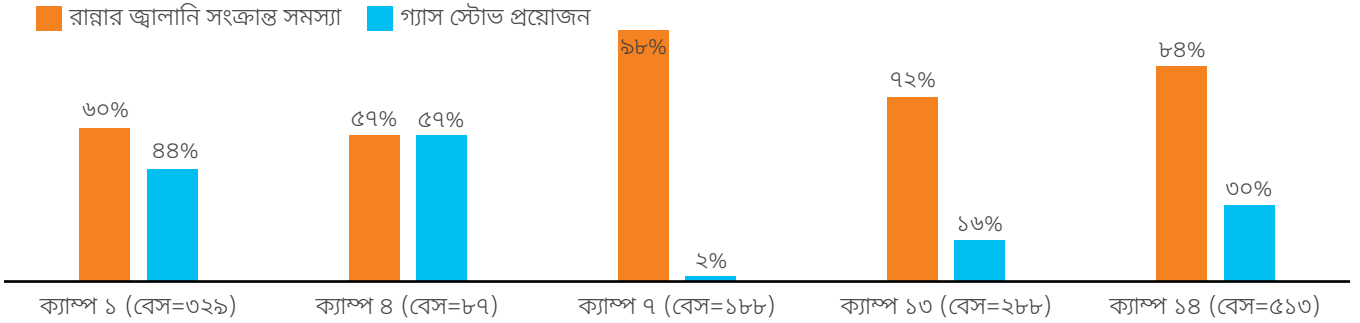

চিত্র: বিভিন্ন ক্যাম্পে সম্প্রদায়ের মতামতে উত্থাপিত রান্না করা সংক্রান্ত সমস্যার বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন)

যে সমস্ত ক্যাম্পে রান্না করা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো উদ্বেগের প্রধান কারণ সেখানকার মানুষ বলেছেন যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানী কাঠ, গ্যাস অথবা তুষ নেই। গ্যাসের চুলার চাহিদা সম্পর্কেও মতামত জানানো হয়েছে, যদিও স্থানভেদে এতে তারতম্য দেখা যায় – ৭ নম্বর ক্যাম্প, যেখানে ইউ.এন.এইচ.সি.আর এবং বি.ডি.আর.সি.এস-এর প্রতি পরিবারকে এলপিজি বিতরণের হার ৯৬%-১০০%, সেখানে গ্যাসের চুলার অনুরোধের পরিমাণ খুবই কম, অন্যদিকে ক্যাম্প ১ এবং ৪-এ এই অনুরোধের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

পূর্বে সংগৃহীত সম্প্রদায়ের মতামত (এপ্রিল ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯) থেকে আমরা জেনেছি যে মানুষ মনে করেন যে তারা আশেপাশের জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে পারছেন না এবং ত্রাণেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানী কাঠ দেয়া হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, খাবার রান্না করা একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু রোহিঙ্গা পরিবার এটাও জানিয়েছেন যে ত্রাণে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানী কাঠ না পাওয়ার কারণে তাদের সেটা কিনতে হচ্ছে। জ্বালানী কাঠের দাম খুব বেশি হওয়ায়, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ক্যাম্প থেকে অনেকটা দূরের এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাংলাদেশীদের কাছ থেকে কম দামে বা ত্রাণে পাওয়া চালের বিনিময়ে জ্বালানী কাঠ কিনতে হচ্ছে। ডাল বা তেলের মতো ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি অথবা বিনিময় করে জ্বালানী কাঠ কেনাও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

কখনও কখনও পরিবারগুলো জ্বালানি হিসাবে কাগজ, প্লাস্টিক, চট এবং বস্তা ব্যবহার করছেন। প্লাস্টিক, চট এবং শুকনো পাতা জ্বালানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে উঠছে কারণ শেল্টারে জানলা না থাকায় ধোঁয়া বেরোনোর কোনো পথ নেই।

এছাড়াও মানুষ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বিবাদের কথা জানিয়েছেন। পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ সরকার জ্বালানী কাঠ সংগ্রহে নিরুৎসাহিত করে এবং শরণার্থীরা জানিয়েছেন যে সরকারের বন দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে কাঠ কাটার সরঞ্জাম এবং জ্বালানী কাঠ কেড়ে নেয়া হয়। এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য মানুষ সাধারণত দল বেঁধে কাঠ সংগ্রহ করতে যান।

অন্যান্য আশঙ্কা

অন্যান্য আশঙ্কার মধ্যে **নিরাপত্তা ও সামাজিক সমস্যার** বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে যার অধিকাংশই পরিবারের বয়স্কদের দেখাশুনা করা নিয়ে পারিবারিক কলহ; সম্প্রদায়ের মধ্যে টয়লেট ব্যবহার, পানি সংগ্রহ এবং খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা নিয়ে বিবাদ; মাঝিদের সাথে কলহ; এবং নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত।

মানুষের মতামতে **শেল্টার** সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো জানা গিয়েছে তা সাধারণত বড় শেল্টার অথবা আরো কামরার প্রয়োজনীয়তা; বৃষ্টির পানি ঘরে ঢোকা; ঘরের সামনে পানি জমে থাকা; ঘর মেরামত অথবা নতুন করে বানানোর জন্য সহায়তার চাহিদা; নতুন শেল্টারের জন্য শনাক্তকরণ নম্বর এবং অন্য জায়গায় শেল্টার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত।

> “আমাদের ঘর খুব ছোট হওয়া নিয়ে চিন্তায় আছি। যখন আমাদের ঘর দেয়া হয়েছিল, তখন সাত সদস্যের পরিবারকে তিন সদস্যের পরিবারের মতোই ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ২ই

পানির অভাবের সমস্যাটিও মানুষের মতামতে উঠে এসেছে। এটি খাবার এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার পানি, উভয় সংক্রান্ত। সম্প্রদায়ের কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে মাঝি ও এনজিও উভয়ের কাছেই নলকূপের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কিছু মানুষ আরেকটি সমস্যাও জানিয়েছেন যে অন্যান্য ব্লকের বাসিন্দারা তাদের পানি অন্য ব্লকের মানুষদের দিতে চান না।

> “আমরা বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে খুবই কষ্টে আছি। আমরা আমাদের ব্লকের মাঝিকে জানিয়েছি এবং তিনি আমাদের ব্লকের জন্য একটি টিউবওয়েল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েকটা এনজিও বলেছিল যে তারা আমাদের ব্লকে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দেবে, কিন্তু তারা শুধু করার আশ্বাস দেয়, কিন্তু কিছুই করে না। কীভাবে আমাদের ব্লকের জন্য একটা টিউবওয়েল পেতে পারি?”
>
> – নারী, ২৬, ক্যাম্প ১ই

মানুষ অভিযোগ করেছেন যে নলকূপের সামনে তাদের লম্বা লাইনে অপেক্ষা করতে হয়; এবং অনেক সময় যাওয়া আসা, আর লাইনে অপেক্ষা করে পানি সংগ্রহ করতে তাদের দিনে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়। যদি পানির ট্যাঙ্ক ভর্তি না থাকে, আর পানির চাপ কম থাকে তাহলে পানির পাত্র ভর্তি করতে এর চেয়েও বেশি সময় লাগে।

টয়লেট সম্পর্কিত সমস্যাও মানুষের মতামতে উঠে এসেছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে টয়লেট বুজে যাওয়া; শেল্টারের কাছাকাছি কোনো টয়লেট না থাকা; টয়লেটের সংখ্যা কম হওয়ায় সেগুলোর সামনে লম্বা লাইন; এবং বয়স্ক অথবা প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা টয়লেটের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্যাগুলো ছাড়াও ভাঙা টয়লেট এবং টয়লেটে পানি মজুত রাখার কোনো ব্যবস্থা না থাকার বিষয়েও অভিযোগ করা হয়েছে। টয়লেটের অভাবের কারণে নারীরা ভোরবেলা সকলের আগে টয়লেট ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, কারণ তারা পুরুষদের সাথে লাইনে দাঁড়াতে অস্বস্তি অনুভব করেন। রাতে টয়লেটে যাওয়ার সময় নারীরা তাদের সাথে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যকে নিয়ে যান, কারণ টয়লেটগুলো শেল্টার থেকে বেশ দূরে এবং তারা অন্ধকারে একা যেতে পারেন না।

> “কোনো পুরুষ কাছাকাছি কোনো টয়লেট ব্যবহার করলে আমার টয়লেট ব্যবহার করতে অস্বস্তি হয়। তাই আমাকে তার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আর তারপর টয়লেট ব্যবহার করি। টয়লেটের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।”
>
> – নারী, ২৫, ক্যাম্প ২

কিছু পরিবারের পুরুষরা ঘরের কাছাকাছি একটি গর্ত খুঁড়ে বা জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ঘরের কোনো কোনা ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন, তবে এই বিকল্প ব্যবস্থাগুলো নারীরা ব্যবহার করতে পারেন না।

ক্যাম্পের অবকাঠামো সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো রোহিঙ্গা জনগণ জানিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সিঁড়ি, সেতু এবং রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা; যে রাস্তা এবং সেতুগুলো রয়েছে সেগুলো মেরামত করার অনুরোধ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা। মানুষ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি** সংক্রান্ত সমস্যার কথাও জানিয়েছেন, বিশেষত অপরিচ্ছন্ন নালা, রাস্তা, টয়লেট এবং বাথরুম থেকে আসা দুর্গন্ধের সমস্যা তুলে ধরেছেন।

> “আমাদের ব্লকে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা একটা বড় সমস্যা। আমার বাড়ির সামনে একটা খোলা নর্দমা আছে আর ব্লকের লোকজন সেটাতে জঞ্জাল ফেলে সেটা বুজিয়ে দিয়েছে। নর্দমার দুর্গন্ধের কারণে আমরা মাঝে মাঝেই ডায়রিয়ায় ভুগছি।”
>
> – নারী,৩৪, ক্যাম্প ১ই

সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখুন – আমরা উত্তর দেব

সূত্র: নভেম্বর ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্যাম্প ১ই, ১, ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫-এ ডি.আর.সি, আই.ও.এম ও বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার দ্বারা আয়োজিত ৩২৬৫টি শ্রোতাদলে আলোচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

যা জানা জরুরির আগের সংখ্যায়, আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে গত কয়েক মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে প্রধান আশঙ্কাগুলো তুলে ধরে তার অন্যতম ছিল ওয়াশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা। জনগোষ্ঠী যে সমস্যাগুলো জানিয়েছে সেগুলোর সমাধানে সাহায্য করার জন্য ওয়াশ সেক্টর আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আরো বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলো। তাই আমরা সানন্দে বিভিন্ন ক্যাম্পে ওয়াশ সংক্রান্ত আশঙ্কাগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ডেটা বিশদে পর্যালোচনা করেছি।

শ্রোতাদলে আলোচনায় যে সমস্ত আশঙ্কাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে ৩৮% ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে ছিল (বেস ৩২৬৫)। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো ৬টি ক্যাম্পের (১, ১০, ১৫, ১৬, ২২, ২৪) রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উদ্বেগের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ক্যাম্প ১৯ এবং ২৫-এ সম্প্রদায়ের তুলে ধরা আশঙ্কাগুলোর মধ্যে ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তৃতীয় স্থানে ছিল।

কিছু কিছু ক্যাম্পের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ডেটা আছে যার সাহায্যে সম্প্রদায়ের সদস্যদের জানানো ওয়াশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানা যায়। বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত ডেটা আছে এমন সাতটি ক্যাম্পের মানুষদের জানানো বিভিন্ন ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যার বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন) পাশের চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

ক্যাম্প ১, ১০ এবং ১৫ তে ওয়াশ সংক্রান্ত আশঙ্কাগুলোর শীর্ষে রয়েছে টয়লেট সংক্রান্ত সমস্যা। ক্যাম্প ১৬, ২২ এবং ২৫-এ ওয়াশ সংক্রান্ত আশঙ্কাগুলোর শীর্ষে রয়েছে পানি সংক্রান্ত সমস্যা। ক্যাম্প ২৪-এ প্রধান সমস্যার বিষয়টি হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত।

যা জানা জরুরি টিম সমস্ত সেক্টর, ওয়ার্কিং গ্রুপ, টাস্কফোর্স, কর্মগোষ্ঠী, উপদেষ্টাদল, সমিতি এবং অন্যান্য সংস্থা/সমিতি/দলের মতামত বিশ্লেষণের অনুরোধে উত্তর দিতে আগ্রহী। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে এবং মনে করেন যে আমরা উত্তর দিতে সাহায্য করতে পারি তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: info@cxbfeedback.org

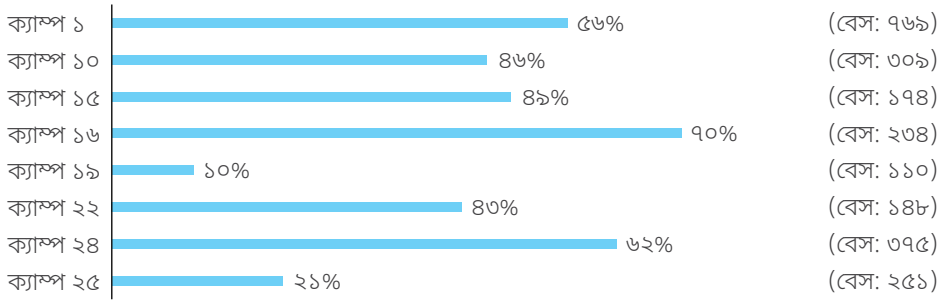

চিত্র: যে সমস্ত ক্যাম্পে ওয়াশ প্রধান ৩টি সমস্যার একটি হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে

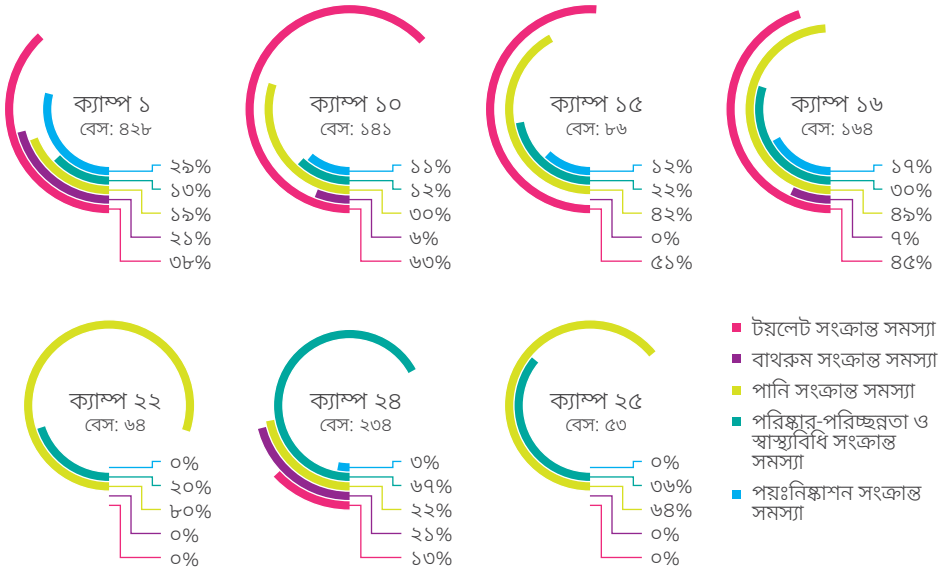

চিত্র: যে সমস্ত ক্যাম্পে ওয়াশ প্রধান ৩টি সমস্যার একটি হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।